বেলের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বেলের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি

রচনা ও গবেষণায়

ড. মো. শরফ উদ্দিন

ড. মো. হামিম রেজা

সম্পাদনায়

ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল

মো. হাসান হাফিজুর রহমান

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৬, অগ্রহায়ণ ১৪২৩
১৫০০ কপি

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

স্বত্ব সংরক্ষিত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে
লুবনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৫৬ ভজহরি সাহা স্ট্রিট, নারিন্দা
ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৬৪৫৪০

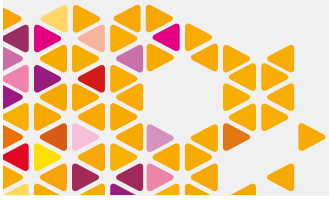

মুখবন্ধ

বেল বাংলাদেশে চাষযোগ্য একটি অপ্রধান দীর্ঘমেয়াদী ফল। তবে অপ্রধান ফল বলে বিবেচিত হলেও এর বহুবিধ ব্যবহার, পুষ্টিগুণ কোন অংশে কম নয়। ছোট বড় সকলেই এই ফলটি পছন্দ করে থাকেন। বেল গাছের মূল হতে শুরু করে ডগা পর্যন্ত প্রত্যেকটি অংশই মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে। বেলের ওষধি গুণাগুণ সুবেদিত। আধাপাকা বেল মোরব্বা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এদেশের প্রায় সব জেলাতেই বেলের গাছ জন্মাতে ও ফলন দিতে দেখা যায়। বেলের গাছ মূলত বাড়ির আশেপাশে, পুকুর পাড়ে, রাস্তার পার্শ্বে অযত্ন অবহেলায় জন্মে থাকে। এদেশে সাধারণত বাণিজ্যিকভাবে বেলের বাগান করতে দেখা যায় না। কারণ হিসেবে দেখা যায়, বীজের গাছ থেকে বেল পেতে সময় লাগে ৮-১২ বছর। আসলে এত দীর্ঘ সময় কেউ ফলের জন্য অপেক্ষা করতে চায় না। যে জেলাগুলোতে বেল উৎপাদিত হয় তার মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ অন্যতম। বিএআরআই ফল বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা সারাবছর দেশীয় ফলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে ২০০৬ সালে কয়েকটি অপ্রধান ফল বাছাই করে এই ফলগুলোর উপর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এ বেলের উপর গুরুত্ব দিয়ে ২০০৭ সালে জার্মপ্লাজম সনাক্তকরণ ও সংগ্রহ শুরু করে। শেষ পর্যন্ত বেলের ২২ টি ভালো মানের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও কলম করা হয়। দীর্ঘ নয় বছর পর ২০১৬ সালে বারি বেল-১ নামের একটি জাত মুক্তায়ন করা হয়। এই জাতটি বাংলাদেশের সব জেলাতেই জন্মাতে ও ফলন দিতে সক্ষম। বইটিতে জাতটির বৈশিষ্ট্য, চাষাবাদ পদ্ধতি, রোগ ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় বেলের এই জাতটি চাষাবাদ করে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবেন এবং অসময়ে দেশি ফলের চাহিদা মেটাতে অনেকটাই সক্ষম হবেন।

(ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল)
মহাপরিচালক

ভূমিকা

বেল Rutaceae পরিবারের অর্ন্তভুক্ত যার বৈজ্ঞানিক নাম *Aegle marmelos* বেলের উৎপত্তি স্থান হিসেবে ভারতকে ধরা হয়। তবে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, পাকিস্তান, মায়ানমার, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডে জন্মাতে দেখা যায়। এদেশে অসংখ্য গুটি বেলের জাত দেখতে পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে কতটুকু জমিতে চাষাবাদ হয় এবং কি পরিমাণ উৎপাদন হয় তার তথ্য বিবিএস এর তথ্য থেকে পাওয়া যায় না। ধারণা করা হচ্ছে, এর উৎপাদন খুব বেশি নয় এবং বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হয়না বিধায় এর তথ্য সংরক্ষণ করা হয়নি। বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে প্রথম বারি বেল-১ নামে একটি জাত মুক্তায়ন করা হয়েছে। চলতি মৌসুম থেকেই সাধারণ জনগণের মাঝে এর কলম বিতরণ শুরু হয়েছে।

বারি বেল-১ এর ব্যবহার ও পুষ্টিমান

কাঁচা ও পাকা বেলের রয়েছে বহুবিধ ব্যবহার। পাকা বেলের শাঁস গাছ থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি খাওয়া যায়। এছাড়াও পাকা বেলের শাঁস শরবত, জ্যাম, জেলী, চাটনি, স্কোয়াস, বেভারেজ ও বিভিন্ন ধরনের আয়ুর্বেদিক ঔষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বেলের পাতা ও ডগা সালাদ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বেল পুষ্টিগুণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা বেলের শাঁসে থাকে আর্দ্রতা ৬৬.৮৯ ভাগ, কার্বোহাইড্রেট ৩০.৮৬ ভাগ, প্রোটিন ১.৭৬ ভাগ, ভিটামিন সি ৮.৬৪ মিলিগ্রাম, ভিটমিন এ (বিটাকেরোটিন) ৫২৮৭ মাইক্রোগ্রাম, শর্করা ৩০.৮৬ ভাগ, ফসফরাস ২০.৯৮ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১২.৪৩ মিলিগ্রাম, ছাই ০.৪৮ ভাগ এবং লৌহ ০.৩২ মিলিগ্রাম। এছাড়াও এই বেলের অম্লমান ৫.৬০, মোট চিনির পরিমাণ ২৮.২৫ ভাগ, শুষ্ক পদার্থ ৩৩.১১ ভাগ। এমনকি বেল গাছের কাণ্ড হতে যে আঠা পাওয়া যায় তা গাম তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বেলের রয়েছে বহুবিধ ঔষধি গুণাগুণ। পাকা বেলের সরবত কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে থাকে। অন্য একটি গবেষণার ফলাফল হতে দেখা গেছে, বেল হতে প্রাপ্ত তৈল ২১ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধী হিসেবে কাজ করে।

বেল চাষের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

যে কোন প্রকারের মাটিতে জন্মাতে ও ফলন দিতে পারে। বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য তুলনামুলকভাবে কম যত্ন পরিচর্যা, সার ও সেচ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। বালাইনাশকের ব্যবহার ছাড়াই আশানুরুপ ফলন পাওয়া যায়। পাকা বেল সাধারণ তাপমাত্রায় প্রায় দুই সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যায়। মানুষের পছন্দনীয় হওয়ায় কৃষক চাষাবাদ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন। খুব সহজেই অঙ্গজ বংশ বিস্তার করা যায় ফলে জাতের বিশুদ্ধতা ধরে রাখা সম্ভব। বছরের যে সময়ে দেশি ফলের সরবরাহ সবচেয়ে কম থাকে তখন এই ফলটি সংগ্রহ করা হয়।

বেলের গুণাগুণ

পাকা বেলে ভিটামিন 'সি' এবং 'এ' প্রচুর পরিমাণে থাকে। ভিটামিন 'সি' দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে যেমন শক্তিশালী করে তেমনি ছোঁয়াচে রোগগুলোর বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তৈরি করে শরীরে। এটি বিটাকেরোটিনের ভালো উৎস, ফলে দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকে। অন্ত্রের কৃমিসহ অন্যান্য জীবাণু নষ্ট করার ক্ষমতা আছে বেলের। ডায়রিয়া ও আমাশয় প্রতিরোধে বেলের জুড়ি নেই। বেল নিয়মিত খেলে দীর্ঘদিনের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। এই ফলে আশেঁর পরিমাণও তুলনামুলকভাবে বেশি। আশঁযুক্ত শাকসবজি বা ফল হজমশক্তি বাড়ায়। বেল প্রজেস্টেরণ হরমোনের মাত্রা বাড়িয়ে নারীদের বন্ধাত্বের ঝুঁকি কমায়। বেলে থাকা অন্যান্য উপাদানগুলো সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদের ত্বককে রক্ষা করে স্বাভাবিক রঙ ঠিক রাখে। পাকস্থলীর আলসার নিরাময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এটি শক্তি বর্ধক হিসেবে কাজ করে ও শারীরিক সক্ষমতা বাড়ায়। শরীরের পানিজমা রোগ প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখে। বেলের থায়ামিন ও রিবোফ্লাভিন হৃৎপিন্ড এবং লিভার ভালো রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিতভাবে বেল খেলে স্তন ক্যানসার ও জরায়ু ক্যানসারের ঝুঁকি কমে যায়। এছাড়াও কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।

বারি বেল-১ জাতের বৈশিষ্ট্য

বারি বেল-১ জাতটি প্রতি বছর ফলন দিয়ে থাকে। ফলগুলো মধ্যম আকারের, গোলাকার আকৃতির। ফলের ওজন ৭৫০ গ্রাম হতে ১১০০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।

তবে গড় ওজন ৯০০ গ্রাম। চিত্রে ফলন্ত গাছের অবস্থা বুঝানো হয়েছে। বেলের খোসা অত্যন্ত পাতলা এবং পুরুত্ব ২ মিলিমিটার। মিউসিলেজ কম এবং বেলে প্রকৃতির। আঁশ তুলনামুলক কম। মোট খাদ্যাংশ ৭৮ ভাগ এবং টিএসএস ৩৫.০%। প্রতি বছরের মে মাসে গাছে ফুল আসে এবং ফলের সংগ্রহকাল মার্চ মাসের ২০ তারিখ হতে এপ্রিলের ২০ তারিখ পর্যন্ত। ফলের গুটি বাধাঁর পর থেকে সংগ্রহ করতে সময় লাগে প্রায় ১১ মাস। ফলের সংরক্ষণকাল প্রায় দুই সপ্তাহ।

উৎপাদন কলাকৌশল

বেলের ভালো ফলন পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে চারা বা কলম নির্বাচন থেকেই। প্রথমেই নিশ্চিত হতে হবে এটি কলমের চারা কিনা। এটি বোঝার সহজ উপায় হলো আদিজোড় ও উপজোড়ের সংযোগস্থানটি দেখে নেওয়া। এরপর নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিলেই সময়মত আশানুরুপ ফলন পাওয়া সম্ভব।

জলবায়ু

বেল একটি উষ্ণ ও অব-উষ্ণ মন্ডলের ফল। যে কোন ধরনের মাটিতে (অম্লীয় ও ক্ষারীয়) এবং বিরূপ আবহাওয়ায় (-৭ থেকে ৪৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) জন্মাতে ও ফলন দিতে সক্ষম। বিশেষ করে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলা বেল চাষের জন্য উপযোগী। তবে দেশের অন্যান্য জেলাগুলোতেও সহজে জন্মানো যাবে।

মাটি

সব ধরনের মাটিতেই বারি বেল-১ এর চাষাবাদ করা যাবে। যেমন বেলে দোআঁশ, পলি দোআঁশ, এটেল দোআঁশ, দোআঁশ মাটিতে জন্মাতে পারে। গভীর দোআঁশ এবং উর্বর মাটি বেল চাষের জন্য সর্বোত্তম। তবে জলাবদ্ধ জায়গা বাণিজ্যিকভাবে নির্বাচন করা উচিৎ নয়। মাটির অম্লমান ৫.০ হতে শুরু করে ৮.৫ হলেও এটি উৎপাদন করা যাবে। অন্যান্য ফসল যেখানে জন্মাতে পারে না, বেল সে সমস্ত জায়গায় জন্মাতে ও ফলন দিতে সক্ষম।

জমি নির্বাচন

নিচু এবং উঁচু জমি, যেখানে বৃষ্টির বা বন্যার পানি জমে না অথবা দ্রুত নিষ্কাশনযোগ্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।

বংশ বিস্তার

সাধারণত দুইভাবে বেলের বংশ বিস্তার করা যায় যেমন বীজের মাধ্যমে এবং কলমের মাধ্যমে। এদের মধ্যে কলমের চারাই উত্তম। কারণ এতে জাতের বংশগত

গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে। ফলে বাণিজ্যিকভাবে বেল চাষাবাদের জন্য শুধুমাত্র কলমের চারাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে মূলের কাটিং করে, এয়ার লেয়ারিং এবং ক্লেফট গ্রাফটিং বা ফাটল কলমের মাধ্যমে বেলের বংশ বিস্তার করা যায়। গবেষণার ফলাফল হতে দেখা গেছে কলমের গাছ হতে মাত্র ৫-৬ বছরের মধ্যেই বেল সংগ্রহ করা সম্ভব। তবে অনেকের এই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা নেই। অনেকে মনে করেন বেলের অংগজ বংশ বিস্তার হয় না। আসলে এটি মোটেও ঠিক নয়। তবে এর জন্য প্রথম কাজটি হবে ভাল গুণগতমানসম্পন্ন মাতৃগাছ নির্বাচন করা, যে গাছ হতে পরবর্তীতে সায়ন সংগ্রহ করা হবে। দ্বিতীয় কাজটি হলো যে কোন বেলের বীজ হতে পলিব্যাগে চারা উৎপন্ন করা যা পরে রুটস্টক হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং শেষ কাজটি হলো উপযুক্ত সময়ে (এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত) কাঙ্খিত বয়সের (৩-৬ মাস) রুটস্টকে কাঙ্খিত সায়নটি ক্লেফট গ্রাফটিং বা ফাটল কলমের মাধ্যমে জোড়া লাগানো। আসলে অন্যান্য ফলের বেলায় যেভাবে ক্লেফট গ্রাফটিং বা ফাটল কলম করা হয়, বেলের ক্ষেত্রে একইভাবে করা হয় তবে এক্ষেত্রে সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে স্থানভেদে সময় ৭ দিন কম-বেশি হতে পারে। সেক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়

হলো মাতৃগাছের নতুন কচিপাতা বের হওয়ার আগেই ডগা সংগ্রহ করে কলম বাধার কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। আরেকটি মজার বিষয় হলো অন্যান্য ফলের বেলায় শুধু ডগাটি সায়ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু বেলের বেলায় একটি ডগা হতে ২-৪ টি পর্যন্ত সায়ন পাওয়া যায়। একটি ডগায় ৪-৫টি কুঁড়িই যথেষ্ঠ। তবে ডগার শীর্ষ হতে একটু কেটে ফেলা উত্তম।

মাতৃগাছে কচিপাতা বের হওয়ার পর কলম করলে কলমের সফলতা অনেক কমে যাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ১০ ভাগে নেমে আসতে পারে। তবে নির্দিষ্ট সময়ে কলম করা হলে সফলতা প্রায় ৯০-৯৫ ভাগ। গ্রাফটিং করার দুই সপ্তাহের মধ্যেই নতুন কুশি বের হবে। তবে কলম করার সপ্তাহখানেক পর হতে দিনে অন্তত একবার পরিদর্শন করা ভাল। সায়ন হতে নতুন কুশি বের হলে উপরের পলিথিন কভারটি সরিয়ে ফেলতে হবে এবং রুটস্টক হতে কোন কুশি বের হলে তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ

বাণিজ্যিকভাবে বেলের কলম লাগাতে হলে গভীরভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে প্রতিটি গর্তে পচা গোবর সার ১০-১৫ কেজি, ইউরিয়া ২০০ গ্রাম, টি এস পি ১৫০ গ্রাম, এমপি ১৫০ গ্রাম, জিপসাম ৫০ গ্রাম, জিংকসালফেট ৩০ গ্রাম ও বোরিক এসিড ২০ গ্রাম ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখতে হবে। এরপর গর্তের মাঝখানে কলমের চারা রোপণ করতে হবে।

রোপণ দূরত্ব ও রোপণের সময়

বেল গাছের রোপণ দূরত্ব বেলের ফলনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। চারা বা কলম লাগানোর জন্যে লাইন থেকে লাইন এবং গাছ থেকে গাছের দূরুত্ব ৫.০ মিটার এবং ৬০ x ৬০ x ৬০ সেন্টিমিটার আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে প্রথম পাঁচ বছর বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি, ডাল জাতীয় ফসল, তৈলবীজ জাতীয় ফসলের চাষ অনায়াসে করা যায়। জুন-জুলাই মাসে কলমের চারাটি নির্দিষ্ট গর্তে রোপণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ

বেলবাগান হতে প্রতি বছর ভাল ফলন পাওয়ার জন্য বেল সংগ্রহ করার পরপরই সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি গাছে প্রতি বছর কি পরিমাণ সার দিতে হবে তা নির্ভর করে মাটিতে বিদ্যমান সহজলভ্য পুষ্টি উপাদানের উপর। সব ধরনের মাটিতে সারের চাহিদা সমান নয়। সুতরাং মাটির অবস্থাভেদে সারের চাহিদা কম-বেশি হতে পারে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের চাহিদাও বাড়তে থাকে। অপর পৃষ্ঠায় বেলগাছের বয়স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ দেওয়া হলো।

সারের পরিমাণ (প্রতি গাছে)	রোপণের ১-২ বছর পর	রোপণের ৩-৪ বছর পর	প্রতি বছর বাড়াতে হবে	২০ বছর বা এর উর্দ্ধে
গোবর (কেজি)	১৫	২০	৫	১০০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০	২৫০	১০০	২১০০
টিএসপি (গ্রাম)	১০০	১৫০	৭৫	১৩৫০
এমপি (গ্রাম)	৭৫	১২৫	৫০	১০০০
জিপসাম (গ্রাম)	৫০	৭৫	২৫	৫০০
জিংক সালফেট (গ্রাম)	২০	২৫	৫	১০০
বোরিক এসিড (গ্রাম)	১৫	২০	৫	১০০

সমস্ত সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভাল। প্রথম অর্ধেক বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং বাকি অর্ধেক আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে সার দেওয়ার সাথে সাথে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচ প্রদান

ভাল গুণগত মানসম্পন্ন বেল উৎপাদনের জন্য খরা মৌসুমে সেচের প্রয়োজন। সমগ্র উৎপাদনকালীন সময়ে ১-২ বার সেচ দেওয়া উত্তম। প্রথমবার ফল সংগ্রহ করে সার প্রয়োগের পর পরই এবং অক্টোবর মাসে। তবে মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

আগাছা দমন

বেল বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এপ্রিল/ মে মাসে বেল বাগানের সমস্ত আগাছা চাষ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। অন্যথায় বর্ষাকালে বাগান আগাছায় ভরে যাবে এবং পরবর্তীতে আগাছাদমন কষ্টসাধ্য হবে ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ফলন বিপর্যয় হতে পারে। তবে বেল বাগানে ধৈঞ্চা চাষ করলে আগাছার উপদ্রব কম হয় এবং মাটিতে জৈব পদার্থসহ পুষ্টি উপাদান যোগ হয়।

পোকা-মাকড় ও রোগবালাইদমন ব্যবস্থাপনা

বর্তমান যুগেও বেল চাষাবাদের জন্য কোন প্রকার বালাইনাশকের ব্যবহার প্রয়োজন পড়ে না। তবে একটি লেপিডোপটেরা পরিবারের পোকা বেলের পাতা খায়। নতুন পাতা বের হলে সাইপারমেথ্রিন/কার্বারিল/ ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় মাত্র একবার ব্যবহার করলে পোকাটির আক্রমণ থেকে বেলের পাতাকে রক্ষা করা যাবে।

উপসংহার

আমাদের দেশে ফল আমদানির জন্য প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়। আমাদের কৃষক সুস্বাদু বেলের এই জাতটি বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করলে দেশের মানুষ নিয়মিত ফলটির পুষ্টি ও স্বাদ পেতে পারে। যার ফলে বিদেশ থেকে ফল আমদানী কমিয়ে দেশি ফলের সরবরাহ বাড়বে। সাশ্রয় হবে বৈদেশিক মুদ্রার।

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

www.bari.gov.bd

Publication No. 03 bklt/2016-17